ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUN 1 8 1999 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

এসএসসি '৯৯ মেধাবী মুখ

চট্টগ্রাম বোর্ডে মানবিকে প্রথম তাসনুভা মরিয়ম

চট্টগ্রাম অফিস : ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এবং কলেজের ছাত্রী সৈয়দা তাসনুভা মরিয়ম চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় মানবিক বিভাগে সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম হয়েছে। সে ৬টি বিষয়ে লেটার মার্কসসহ ৮৪৫ নম্বর পেয়েছে। তাসনুভার পিতা ইদ্রিসুজ্জামান একটি বেসরকারী ফার্মে চাকুরি করেন আর মা ফরিদা বেগম রেলওয়ের কর্মকর্তা। ভালো ফলাফলের জন্য বেশি বেশি প্রাইভেট পড়ার ওপর নির্ভরশীল হওয়ার সমর্থন করে না তাসনুভা। তার মতে, ভালো ফলাফলের জন্য শিক্ষকদের নির্দেশনা অনুযায়ী মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত। তার প্রিয় লেখক জাফর ইকবাল এবং শাহরিয়ার কবির। চলমান অসুস্থ ছাত্ররাজনীতি মোটেই পছন্দ করে না সে। আগামীতে অর্থনীতি বিষয়ে উচ্চ ডিগ্রি নেওয়ার ইচ্ছা আছে তাসনুভার। কিশোরগঞ্জের গঙ্গাসিন্তায় গ্রামে তাদের বাড়ি।

চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডে বাণিজ্যে প্রথম এমদাদুল ইসলাম

চট্টগ্রাম অফিস : এবারের এসএসসি পরীক্ষায় চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড থেকে বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম হয়েছে বাকলিয়া সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র এমদাদুল ইসলাম (রোল নম্বর ৫১১৬৫৫)। ৬টি বিষয়ে লেটার মার্কসসহ সে সর্বমোট নম্বর পেয়েছে ৮৫০। এমবিএ ডিগ্রি নিয়ে সে দেশের জন্য ভালো কিছু করতে চায়। এমদাদ কর আইনজীবী শফিকুল ইসলামের পুত্র।

নিয়মিত লেখাপড়ার কারণে মেধা তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করেছে বলে এমদাদের বিশ্বাস। দুই ভাই এক বোনের মধ্যে সে সর্বকনিষ্ঠ। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সমর্থন করে। খেলায় নৈপুণ্যের কারণে ক্লুসনার তার চোখে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। রকিব হাসানের গোয়েন্দা কাহিনী তাকে প্রচণ্ড আকৃষ্ট করে।

এমদাদের বাড়ি ফটিকছড়ি থানার খীল গ্রামে। রাজনীতির প্রতি এমদাদের আকর্ষণ রয়েছে। তবে 'একটা বয়সের পর রাজনীতি করলে ভালো বলে মন্তব্য করে এমদাদ।

যশোর বোর্ডে মানবিকে প্রথম সাইমুম আমিন সামরিক অফিসার হবে

বরিশাল প্রতিনিধি : এবারের এসএসসি পরীক্ষায় যশোর বোর্ডে মানবিক শাখায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ছাত্র সাইমুম আমিন চৌধুরী। পিতা মরহুম রুহুল আমিন চৌধুরী এবং মাতা মাসুদা চৌধুরীর ২ সন্তানের মধ্যে সে জ্যেষ্ঠ। গণিত, ইসলাম ধর্ম, ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতি ও কর্ম উন্নয়নসহ ৬টি বিষয়ে লেটার ও স্টার মার্কস প্রাপ্ত সাইমুম মোট ৮৭১ নম্বর পেয়েছে। মরহুম পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী সাইমুম ভবিষ্যতে সামরিক অফিসার হতে চায়। সে একজন ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুরাগী।

কুমিল্লা বোর্ডে বাণিজ্যে প্রথম তামান্না পরীক্ষায় নকলের ব্যাপকতায় হতাশ

সৈয়দ নুরুর রহমান, কুমিল্লা থেকে : দীর্ঘ দুই বছরের মারাত্মক অসুস্থতাকে মোকাবিলা করে প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি ও গভীর নিষ্ঠা তামান্নাকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে গেছে। কুমিল্লা ফয়জুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী উম্মে কিবরিয়া তামান্না ইসলাম এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় কুমিল্লা বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগে (ব্যবসায় শিক্ষা) সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৫টি বিষয়ে লেটারসহ ৮৭১ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তামান্না ভবিষ্যতে এমবিএ পড়তে আগ্রহী।

তামান্নার পিতা মোঃ আব্দুল হাকিম জনতা ব্যাংক, রাজগঞ্জ শাখার সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, মা মাহমুদা বেগম গৃহিণী। অষ্টম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত তামান্না প্রচণ্ডভাবে শারীরিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ছিল। ফলে এতো ভালো ফলাফল ছিল তার জন্য খুবই অপ্রত্যাশিত। তামান্নার কোনো গৃহশিক্ষক ছিল না। তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব বাবা। তাদের গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া থানার আছিমপুর গ্রামে।

বই পড়া তামান্নার প্রিয় শখ। তার প্রিয় লেখক এরিক মারিয়ার ও সমরেশ মজুমদার। তামান্না বর্তমান প্রেক্ষাপটে ছাত্র রাজনীতি পছন্দ করে না। সে বর্তমান পরীক্ষায় নকলের ব্যাপকতা নিয়ে খুবই হতাশ।

ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্যে ২য় রনি বিবিএ পড়তে আগ্রহী

কাগজ প্রতিবেদক : ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থানটি লাভ করেছে আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্র মোঃ ইনআমুল বাশার (রনি)। রনি মোট ৮৯৫ নম্বর পেয়েছে ৮টি লেটারসহ। রনির বাবা আবুল বাশার সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা, মা আজুমান আরা গৃহিনী।

নিজের ফলাফলে সন্তুষ্ট রনি। তার মতে পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক ব্যবস্থার অবসান হওয়া উচিত। কারণ এতে একজন ছাত্রের সঠিক মূল্যায়ন হয় না। স্কুলের স্যারদের কাছে ব্যাচে পড়েছে ইনআমুল। কোনো গৃহশিক্ষক ছিল না তার। রনি দেশের রাজনীতি নিয়ে খুব একটা চিন্তাভাবনা করে না। তবে ন্যায়ের জন্য ছাত্ররা রাজপথে নামলে তার কোনো আপত্তি নেই। অবসর সময়টা বই পড়ে আর গান শুনেই কাটে তার। রনির প্রিয় লেখকের তালিকায় রয়েছেন হুমায়ূন আহম্মেদ আর জাফর ইকবাল। প্রিয় ব্যক্তিত্ব হযরত মুহম্মদ (সাঃ)। নিজে আড্ডা দিতে পছন্দ না করলেও আড্ডা দিলে ছাত্ররা উচ্ছন্নে যায় এ কথা বিশ্বাস করে না রনি।

ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্যে প্রথম শর্মী প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নয়

কাগজ প্রতিবেদক : এবারের এস.এস.সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় মোট ৯০২ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে অগ্রণী স্কুলের ছাত্রী কারিশমা জামান (শর্মী)।

শর্মীর বাবা ওয়াহিদুজ্জামান বাংলাদেশ বেতারে একজন কর্মকর্তা আর মা সেলিনা আক্তার ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার।

মোট ৭টি বিষয়ে লেটার পেয়েছে শর্মী। নিজের ফলাফলে শর্মী এতোটাই খুশী, যে কারণে প্রথম হওয়ার বিষয়টা তার স্বপ্নেও আসেনি। কিন্তু সেটাই হয়ে গেছে সে। শর্মীর একজন মাত্র গৃহশিক্ষক ছিল, তাও নবম শ্রেণীতে। দশম শ্রেণীতে বাসায় বাবা-মার তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করেছে শর্মী।

দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নয় শর্মী। তার মতে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা উচিত। ভবিষ্যতে তার ইচ্ছা একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া।

যশোর বোর্ডে বিজ্ঞানে দ্বিতীয় কে এম সাজ্জাদ

দক্ষিণাঞ্চল প্রতিনিধি : এসএসসি পরীক্ষায় যশোর বোর্ডে বিজ্ঞান গ্রুপে সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে যশোর দাউদ পাবলিক স্কুলের ছাত্র কে এম সাজ্জাদ। তার রোল যশোর ক্যান্ট ২৩৩৪৪৬। সে মোট ৯২৩ নম্বার পেয়েছে। ইংরেজি, গণিত, সমাজ বিজ্ঞান, ধর্ম, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, উচ্চতর গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞান এই ৮টি বিষয়ে সাজ্জাদ লেটার পেয়েছে।

যশোর শহরের ব্যবসায়ী নাজিমউদ্দিন খান তার বাবা। মা সেলিনা খান একজন গৃহিণী। এমন ফলাফলে সাজ্জাদ ভীষণ খুশি। সাজ্জাদ ২ জন গৃহশিক্ষকের কাছে পড়েছে। নিয়মিত পড়েছে রুটিন করে ৬/৭ ঘন্টা। ভাল ফলাফলের জন্য মা-বাবার প্রেরণা কাজ করেছে। সাজ্জাদ আগামীতে কম্পিউটার প্রকৌশলী হবে বলে জানায়। সে অবসরে বই পড়ে, খেলাধূলা করে সময় কাটায়। প্রিয় খেলা ক্রিকেট। প্রিয় দল বাংলাদেশ। ছাত্র রাজনীতি তার পছন্দ নয়। তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব হযরত মোহাম্মদ (সঃ)।

যশোর বোর্ডে বাণিজ্যে দ্বিতীয় জিকোর ছাত্র রাজনীতি পছন্দ নয়

পটুয়াখালী প্রতিনিধি : এসএসসি পরীক্ষায় এবার যশোর বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে জিকো মণ্ডল পটুয়াখালী সরকারি জুবলী উচ্চ বিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। ৫টি বিষয়ে লেটারসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৪১। লেটার পাওয়ার বিষয়গুলো হচ্ছে সাধারণ গণিত, হিসাব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান ও হিন্দু ধর্ম।

তার পিতা নিহার রঞ্জন মণ্ডল পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপসহকারী প্রকৌশলী ও মাতা স্নেহলতা মণ্ডল গৃহিনী। পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান জিকো উচ্চ মাধ্যমিক শেষে বি.বি.এ. পড়তে আগ্রহী। ছাত্র রাজনীতি তার পছন্দ নয়।

রাজশাহী বোর্ডে বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শামসুজ্জোহার কোনো গৃহশিক্ষক ছিল না

উত্তরাঞ্চল প্রতিনিধি : রাজশাহী বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় রংপুর জিলা স্কুলের ছাত্র শামসুজ্জোহা সবকটি বিষয়ে লেটারসহ ৯৩৮ নম্বর পেয়ে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

শামসুজ্জোহা ভবিষ্যতে একজন ডাক্তার হতে চায়। তার ভালো ফলাফল করার পিছনে তার স্কুলের শিক্ষকরাই সহযোগিতা করেছেন বলে সে জানায়। তার কোনো গৃহশিক্ষক ছিল না। নিজের লক্ষ্যে স্থির থেকে সে নিয়মিত পড়াশুনা করেছে।

শামসুজ্জোহার বাবা আবুল কালাম আজাদ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের বীজ উৎপাদন বিশেষজ্ঞ।

কুমিল্লা বোর্ডে বিজ্ঞানে দ্বিতীয় তোজাম্মেল কম্পিউটার সায়েন্সে পড়বে

কুমিল্লা প্রতিনিধি : এবারের এসএসসি পরীক্ষায় কুমিল্লা বোর্ডে বিজ্ঞান বিভাগে ৮টি বিষয়ে লেটারসহ ৯৩০ নম্বর পেয়ে সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে খ ম ম তোজাম্মেল হোসেন। কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের ছাত্র